48

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 19-JUL 1994
পৃষ্ঠা [illegible] কলাম [illegible]

মাধ্যমিক শিক্ষায় বাধ্যতামূলক কৃষিবিজ্ঞান

শ্যামাপ্রসাদ তরফদার

মাধ্যমিক শিক্ষায় বাধ্যতামূলক কৃষি বিজ্ঞান প্রসঙ্গে দৈনিক 'সংবাদ'-এ জ্ঞানগর্ভ সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়েছে। শ্রদ্ধেয় হুমায়েরা আলীর প্রবন্ধ এবং পাঠকের চিঠিসমূহ 'সংবাদ' প্রকাশ করেছে এজন্য ধন্যবাদ। আরও ভাল লাগল যে ৩১ জ্যৈষ্ঠ ১৪০১ তারিখের মুক্ত আলোচনায় দুই জন বিশেষজ্ঞ ব্যক্তির পরস্পরবিরোধী বক্তব্য পাশাপাশি ছাপিয়েছেন। যেহেতু বিষয়টি আমাদের সন্তানদের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাই এ বিষয়ে আরও আলোচনা হোক এবং অতঃপর সকল আলোচনার মূল্যায়ন করে আরও একটি সম্পাদকীয় যেন সরকারের কাছে প্রস্তাবাকারে রাখা হয় এই অনুরোধ রইল।

শ্রী প্রীতি কুমার মিত্র তাঁর প্রবন্ধে অত্যন্ত প্রাঞ্জল্য ভাষায় বিষয়টির বিস্তারিত আলোচনা করে আরও একটি বাধ্যতামূলক বিষয়। 'ধর্মশিক্ষা' সম্বন্ধে মূল্যবান মন্তব্য রেখেছেন। বিশেষজ্ঞদের মতামতের কোন মূল্য না দিলে পরিণামে যে শুভ হয় না এইটুকু শুভবুদ্ধি অন্তত তাঁদের থাকা উচিত যারা শিক্ষা পাঠ্যক্রমের মত বিষয় নিয়ে সিদ্ধান্ত দিয়ে থাকেন।

রাজনৈতিক চমক সৃষ্টির জন্য ধর্ম শিক্ষাকে বাধ্যতামূরক করা হয়েছে। কেন? একজন হিন্দু ছেলেকে কি ১০০ নম্বরের পরীক্ষার ফলের ওপর যাচাই করতে হবে সে শতকরা কতভাগ হিন্দু? নাকি যিনি ধার্মিক হবেন তাকে প্রমাণ দিতে হবে যে তিনি ধর্মশিক্ষায় এত নম্বর পেয়ে ধার্মিক হয়েছেন? ধর্ম সম্বন্ধে পরিবারের শিক্ষার বাইরে বিদ্যালয়ে যদি শিক্ষা দিতে হয় সে হবে সকল ধর্ম সম্বন্ধে সশ্রদ্ধ আলোচনা যাতে করে কোমলমতি ছেলেমেয়েরা সকল ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয় এবং সকল ধর্ম সম্বন্ধে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারে। এজন্য ১০০ নম্বরের পরীক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। সমাজ বিজ্ঞানের একটি অধ্যায়ে সুন্দরভাবে বিষয়টি আলোচিত হতে পারে। কিন্তু চমক সৃষ্টির বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষার সে লক্ষ্য নেই। যা আছে তা মর্মান্তিক বিভেদ সৃষ্টির লক্ষ্য। স্কুলে হিন্দু ধর্ম, বৌদ্ধ ধর্ম এবং খৃষ্টান ধর্মের শিক্ষক নেই; অথচ পরীক্ষা বাধ্যতামূলক। ফলে হিন্দু, বৌদ্ধ ও খৃষ্টান ছেলেমেয়েরা ছোটবেলা থেকেই এই ধারণা নিয়ে বড় হচ্ছে যে রাষ্ট্র তাদের অনুকূলে নয়। রাষ্ট্র সম্বন্ধে এমন একটি বৈরী ধারণা সৃষ্টি করা কি পাঠ্যসূচীর উদ্দেশ্য?

ঠিক একই ধরনের আরও একটি অযৌক্তিক সিদ্ধান্ত হল কৃষিকে বাধ্যঅমূলক বিষয় করা। যারা এই মতের সমর্থক জনাব মুফতি মোঃ ইব্রাহিম তাঁদের একজন। তা মুফতি সাহেবের যুক্তিটা কি? তার নিজের কথাই বলি। "বাংলাদেশের যুবকদের মাঝে হতাশা ও বেকারত্ব দূর করা''। জনাব মুফতি সাহেবের মতে বেকারত্ব ও হতাশা দূর করতে হলে, সবাইকে বাধ্যতামূলক কৃষিবিদ্যায় ১০০ নম্বর পেতে হবে। মৃত্তিকা বিজ্ঞানের প্রভাসক জনাব মুফতির জানা না থাকলেও অজপাড়াগাঁয়ের নিরক্ষর কৃষকটিও জানে যে ছাগল দিয়ে হাল চাষ হয় না। অর্থাৎ সকলেই সকল কাজ পারে না। বেকারত্ব দূর করতে যুব উন্নয়ন পরিদপ্তর, মহিলা বিষয়ক পরিদপ্তর, সমাজ কল্যাণ বিভাগ ইত্যাদি কত সরকারী বিভাগ রয়েছে এবং রয়েছেন ঐসব বিভাগের মহাপরিচালক, উপ-পরিচালক, সহকারী পরিচালকসহ অসংখ্য বিদ্বান ব্যক্তিগণ। তারা জানেন বেকারত্ব দূর করতে হলে কৃষককে দিতে হবে গরু, লাঙ্গল, সার, বীজ এবং সেচ ব্যবস্থা, তাঁতীকে তাঁত এবং সূতা, রং ইত্যাদি, জেলেকে জাল, নৌকা এবং জলাশয়ে মাছ ধরার অধিকার (কারণ আজকাল জলমহাল ইজারা দেওয়ার ফলে জেলেরা ইচ্ছা করলেই যেকোন জলাশয়ে মাছ ধরতে পারে না); কুমোরকে মাটি ও জ্বালানি। এরপর যারা বাকি থাকবে তারা হাঁস মুরগি গবাদি পশুর খামার করবে, বেত বাঁশের কাজ করবে, শিকে বানাবে, নকশীকাঁথা বুনবে, চটের জিনিস বানাবে, মৌমাছি পুষবে, কত কিছু করবে। এখন এই সমস্ত কিছু কি পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্তি করতে হবে? উত্তরটির যদি হাঁ হয় তবে শুধু তখনই বলা যাবে যে কৃষি বিজ্ঞান বাধ্যতামূলক করা উচিত।

আরও একটা বিষয় বিবেচনায় আনতে হবে। গ্রামের স্কুলঘর সম্বন্ধে যাদের কোন ধারণা নেই তারাই শুধু স্কুলের পাঠ্য বিজ্ঞান বইয়ে ''এসো নিজে করি'' জাতীয় শিক্ষা কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন। একটি উদাহরণ দিই—অষ্টম শ্রেণীর সাধারণ বিজ্ঞান, পৃষ্ঠা ৪৮, ''এসো নিজে করি ৬·৩, (কে) দুটো আলাদা টেষ্ট টিউব নিয়ে তাদের একটিতে 'ট' দ্রবণ ও অপরটিতে 'চ' দ্রবণ নাও। এখন দ্রবণ দু'টো এক মিনিট করে ফুটাও। কি দেখলে? .....'' এই যে 'কি দেখলে?' প্রশ্ন দিয়ে পাঠদান শেষ হল এখন বলুন তো বাংলাদেশের গ্রামের স্কুলগুলোর কয়টিতে টেষ্ট টিউব, স্পিরিট ল্যাম্প জাতীয় বস্তু আছে? আমি নিজে যে স্কুলগুলোতে পড়েছি তার চিত্র এরকমঃ (১) ব্রজেন্দ্রগঞ্জ বীরচন্দ্র মধ্য ইংরেজী বিদ্যালয়, থানা দিরাই, জিলা সুনামগঞ্জ। নদীর তীরে দ্বীপের মত উঁচু ভিটায় শ্যামারচর বাজারের মাঝখানে তিনখানা ঘর নিয়ে বিদ্যালয়। বড় ঘরটির চাল ও বেড়া টিনের, এক পাশে ৬ষ্ঠ শ্রেণী অন্য পাশে ৭ম শ্রেণী। মাঝখানে বেড়া নেই। ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ছেলেদের পেছন দিক আর ৭ম শ্রেণীর ছেলেদের পেছন দিকের খালি জায়গাটুকু অদৃশ্য দেয়াল। অপর দু'খানা ছোট ঘরের একটিতে ৫ম শ্রেণী ও অপরটিতে ৮ম শ্রেণীর ক্লাস হয়। দু'খানা ঘরই কেরোসিন টিনের, মানে ঘরের চালা ও বেড়া কেরোসিন টিনের ওপর আলকাতরা লাগানো। সপ্তাহে দু'দিন হাট বসে। যেহেতু স্কুলটি বাজারের মাঝখানে তাই হাটবারে কি অবস্থা হয় বুঝতেই পারেন। আশপাশের ৪/৫ মাইলের মধ্যে যারা থাকেন তাদের ছেলেরা পড়তে আসে বর্ষায় ডিঙ্গি বেয়ে আর, বর্ষা গেলে পাঁককাদা ভেঙ্গে এ পাড়া ও পাড়ার আম, জাম, পেয়ারা বড়ইয়ের সদগতি করে। স্কুলের দরজা বন্ধ করতে হয় না, কারণ দরজাই নেই। অতএব ল্যাব, টেষ্ট টিউব, স্পিরিট ল্যাম্প ও সবের নামগন্ধ ও কখনও শুনিনি। এরপর রাজানগর কৃষ্ণচন্দ্র পাবলিক হাই স্কুল, থানা দিরাই, জিলা-সুনামগঞ্জ। ওয়াইজঘাটের আড়তঘরের মত ঘরের মাঝখানে কোন বেড়া ছাড়াই হয় ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ৯ম, ও ১০ম শ্রেণীর ক্লাস। সেই একই ব্যবস্থা। এক ক্লাসের ছেলেদের পেছন দিক ও অপর ক্লাসের ছেলেদের পেছন দিকটার ফাঁকা এক চিলতে জায়গাটি অদৃশ্য দেয়াল। এখানেও কোন ল্যাব এবং আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির কথা অবান্তর। একই অবস্থা বাংলাদেশের অন্যান্য সব গ্রামের। এই বাস্তবতা বর্জিত পাঠ্যসূচীর ফলাফল শূন্য। এই শূন্যের সঙ্গে যোগ হল বাধ্যতামূলক ধর্মশিক্ষা, এখন আবার বাধ্যতামূলক কৃষিবিজ্ঞান।

শ্রী প্রীতি কুমার মিত্রের সঙ্গে আমিও একমত যে, কৃষিবিজ্ঞানকে বাধ্যতামূলক না করে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা যেতে পারে তাদের জন্য যারা কৃষি কলেজ এবং কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যাবে। সেই অনুযায়ী শ্রীমিত্রের প্রস্তাবিত ১০০০ নম্বরের পরীক্ষাই এস এস সি পরীক্ষার্থীদের জন্য যুক্তিযুক্ত। আমি কামনা করি বিষয়টি নিয়ে আরও ব্যাপক আলোচনা হোক এবং একটি সঠিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হোক।